গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. নাহিদ রশীদ, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ ও সময়	:	২১ মে ২০২৩, দুপুর ০১.০০ টা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করা হয় এবং এসকল প্রতিশ্রুতির সাথে সরকারের পূর্বের মেয়াদ এবং বর্তমান মেয়াদেও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় প্রতিশ্রুতিসমূহ দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব জনাব আবুল কালাম আজাদ গত ২৮ মে ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

প্রতিশ্রুতি: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ০৬ (ছয়) টি প্রতিশ্রুতির সবগুলি বাস্তবায়িত

নির্দেশনাসমূহ:

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সকলকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	প্রশাসন-১ অধিশাখার উপসচিব সভায় জানান যে, GED কর্তৃক SDG Revised Action Plan প্রণয়নের জন্য ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালার নির্দেশনা মোতাবেক Action Plan চূড়ান্ত করে প্রেরণ করা হয়েছে।	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (সকল)/ যুগ্মসচিব (সকল)/ সকল সংস্থা প্রধান
২.	হাওর এলাকায় অধিক পরিমাণে মৎস্য চাষ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • ''হাওর অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পে জনবল অনুমোদন এবং যাচাই-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • পরিকল্পনা কমিশনের অনুশাসন অনুযায়ী নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, রাজস্ব বাজেটের আওতায় Echosystem Based Fisheries Management (EBFM) Approach শিরোনামে ১টি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	বিএফআরআই হাওরে Species Spreading নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত হালনাগাদ তথ্য প্রদান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই
৩.	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য এবং	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, (ক) চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের মার্চ ২০২৩ মাস পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে মোট	(ক) রপ্তানিযোগ্য মাছের গুণগতমান	অতিরিক্ত সচিব

	হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রপ্তানি করা যেতে পারে।	২,৩৪২.৫৬ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। তন্মধ্যে সৌদি আরবে ৭১৯.৯৯৫ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। (খ) সম্প্রতি অধিক উৎপাদনশীল ভেনামী চিংড়ি ট্রায়াল বেসিসে চাষ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভেনামী চিংড়ি চাষ প্রবর্তন এবং এ সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আবশ্যিক প্রতিপালনীয় বিনির্দেশ সম্বলিত নির্দেশিকা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। রপ্তানিযোগ্য মৎস্যপণ্য, চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চিংড়ি সমৃদ্ধ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলা সমূহে চিংড়ি সংক্রান্ত Infrastructure উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্টের আওতায় চিংড়ি চাষীদের বিভিন্ন গ্রুপে ক্লাস্টার ফার্মিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে ভ্যালু এ্যাডেড মৎস্যপণ্য রপ্তানির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের Fish Conservation বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে। (খ) মৎস্য রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। (গ) জরুরি ভিত্তিতে Fish Conservation -এর বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) FMD ঝুঁকি নিরসনের জন্য সময় নির্ধারণ করতে হবে।	(মৎস্য/প্রাস)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
		মহাপরিচালক (চ. দা.), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় নিম্নবর্ণিত অগ্রগতি উপস্থাপন করেন: ১. ইপিডেমিওলজি ইউনিট কার্যক্রম গ্রহণ শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। ২. ল্যাবরেটরি সম্পর্কিত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। ৩. প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট FAO-ECTAD, Bangladesh এর নিকট দাখিল করা হয়েছে।		
৪.	বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • রপ্তানিযোগ্য মাছের গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। রপ্তানিতব্য মৎস্য পণ্যের লট ও প্রক্রিয়াজাত কারখানা পরিদর্শনপূর্বক নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন রাসায়নিক ও জীবাণু পরীক্ষণ সম্পন্ন করে রপ্তানিতব্য পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়। • চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের মার্চ ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ৫৪,০৩৪.৮৮ মে.টন হিমায়িত মাছ, বরফায়িত মাছ, চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৩৬১.০৩ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। • ২০২২-২৩ অর্থবছরের মার্চ ২০২৩ মাস পর্যন্ত ২২৯৫.৪৫ মে.টন উপযাত দ্রব্য রপ্তানি করে ৩.১০ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে।	(ক) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য এবং মাংসের গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে। (খ) মাছের বর্জ্য/ উপজাত দ্রব্য জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার এবং এ সকল দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। (গ) তথ্যের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব(মৎস্য/ পরিকল্পনা/ প্রাস) চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
		চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সভায় জানান যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্র, কক্সবাজার কর্তৃক ৫৪,৫৩৫ মেঃ টন (মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত) মাছ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।		
		মহাপরিচালক (চ. দা.), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ৫৯.৪০ কোটি টাকার প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে।		
৫.	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ	মহাপরিচালক (চ. দা.), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, গাভী ও মহিষের জাত উন্নয়নে বর্তমানে "কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন" (৩য় পর্যায়) ও "মহিষ উন্নয়ন" (২য় পর্যায়) নামে দুটি প্রকল্প চলমান আছে।	ক) উন্নত জাতের গবাদি পশু উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/প্রাস) /মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/

	গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক (চ. দা.), বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, বর্তমানে সিমেন ব্যাংকে উন্নত কৌলিক বৈশিষ্ট্যের আরসিসি (৪,৫৭৯ ডোজ), মুন্সিগঞ্জ (১,৬৬০ ডোজ), বিএলআরআই ক্যাটেল ব্রিড ১ (২,১৩১ ডোজ) জাতের গরুর হিমায়িত বীজ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া নিলিরাভী (১,৭১৫ ডোজ) এবং মুররাহ্ (২,৩৩০ ডোজ) জাতের মহিষের হিমায়িত বীজ সংরক্ষণ করা হয়েছে। সেই সাথে অধিক উৎপাদনশীল গরু, মহিষ, ছাগল এবং ভেড়ার বীজ সংরক্ষণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	হবে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে। খ) কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে সময় নির্ধারণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএলআরআই
৬.	সমুদ্র বিজয়ের ফলে পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে আহরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • "গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০৩ (তিন)টি লং লাইন পদ্ধতির জলযান (ফিশিং বোট, ফিশিং গিয়ারসহ) ক্রয় প্রক্রিয়াধীন। • জয়েন্ট ভেঞ্চারে টুনা ও টুনাজাতীয় (Pelagic) মৎস্য আহরণের নিমিত্ত ইনফিনিটি মেরিটাইম রিসোর্স এন্ড রবুটিক্স টেকনোলজি লিঃ এর অনুকূলে ভিয়েতনাম হতে লং লাইনার প্রকৃতির ০১ (এক)টি এবং পার্স সেইনার প্রকৃতির ০১ (এক)টি ফিশিং বোট আমদানির জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।	গভীর সমুদ্র থেকে টুনা মাছ সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথমে সরকারি প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৭.	দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক (চ. দা.), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, 'সমন্বিত প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন" প্রকল্পের মাধ্যমে ৫,৫০০ টি প্রডিউসারস গ্রুপ গঠন করা হয়েছে যা সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ সকল প্রডিউসারস গ্রুপের ২,৪৫,৬১৩ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় লজিষ্টিকস এবং ইনপুট সরবরাহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।	বেসরকারি খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ফি'র পরিমাণ কমাতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৮.	দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	মহাপরিচালক (চ. দা.), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের ২০০ টি উপজেলায় মহিষের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি, দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের চর এলাকায় মহিষ খামার স্থাপনের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুতির জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্প প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে।	ভোলার চর এলাকা এবং সুনামগঞ্জে মহিষ খামার স্থাপনের জন্য নতুন প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৯.	Black Bengal Goat -এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে জোরদার করে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে স্থান করে নেয়া যেতে পারে।	মহাপরিচালক (চ. দা.), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বর্তমানে Meat Processing প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ হতে মালদ্বীপ ও কুয়েতে Black Bengal Goat-এর হালাল মাংস রপ্তানি করছে। ছাগলের মাংস রপ্তানির প্রধান বাধা পিপিআর রোগ দূরীকরণে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় Mass Vaccination কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ছাগল-ভেড়ার উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে দেশীয় ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের সম্প্রসারণ এবং কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তির বিস্তারে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। গৃহীত প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও যাচাই সভা সম্পন্ন হয়েছে। মহাপরিচালক (চ. দা.), বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, মাঠ পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে পরিচালনার জন্য সঠিক প্রজননের সময় নির্বাচন, উপযুক্ত মানসম্পন্ন	ক) Black Bengal Goat-এর উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। ছাগলের কৃত্রিম প্রজনন কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য বিএলআরআই প্রয়োজনীয় গবেষণা শুরু করবে। খ) আগামী ৬ মাসের মধ্যে পরিমাণ উল্লেখ করে অগ্রগতির	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই

		সিমেন উৎপাদন, হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজননের পাইলটিং ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।	প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	
১০.	বিদেশে প্রচুর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	মহাপরিচালক (চ. দা.), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বর্তমানে ৩ টি সরকারি ভেড়ার খামার পরিচালিত হচ্ছে এবং এ সকল খামার হতে আগ্রহী খামারিগণের মাঝে হ্রাসকৃত মূল্যে ভেড়া বিতরণ করা হয়ে থাকে। ভেড়া ও ভেড়ার মাংসের উপকারিতা জনপ্রিয় করার জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের লক্ষে TV tiller/TVC তৈরীর জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	ভেড়া ও মাংসের উপকারিতা জনপ্রিয় করার জন্য ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১১.	মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা থাকায় কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের মার্চ ২০২৩ মাস পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মোট ২৯.২১ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ৫,৪৪৯.১১ মে.টন কাঁকড়া এবং ৯.৩৩ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ২,৬৮৮.৫৩ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। • গণচীনের General Administration of China Customs (GACC) কর্তৃক বাংলাদেশের ১৪টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে চীনে জীবিত কাঁকড়া ও কুঁচিয়া রপ্তানির অনুমতি প্রদান করেছে। ১৪টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চীনে কাঁকড়া, কুঁচিয়া রপ্তানি হচ্ছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, ''বাংলাদেশে ঝিনুক ও শামুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন এবং চাষ'' শীর্ষক ১টি উন্নয়ন প্রকল্প ইনস্টিটিউট কর্তৃক জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	(ক) কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) ঝিনুক নিয়ে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনিস্টিটিউট-কে গবেষণার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই
১২.	গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে।	মহাপরিচালক (চ. দা.), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯৬-৯৭ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি/ ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৯ হাজার ১০৮ জন সুফলভোগীর মাঝে সর্বমোট ৮৬ কোটি ২১ লক্ষ টাকা (মূল বিনিয়োগ+পুনঃ বিনিয়োগ) বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২৩ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৬৮ কোটি ১৬ লক্ষ ১৫ হাজার ১৩ টাকা। আদায়ের হার ৭৯%। ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তদারকি অব্যাহত আছে।	ক্ষুদ্র ঋণ ও ঘূর্ণায়মান তহবিলের অর্থ বিতরণ ও আদায় নীতিমালা অনুযায়ী অব্যাহত রাখাসহ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১৩.	মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সংশোধন ও পুনর্গঠন করে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৯/১১/২০২২ তারিখের ২৯৮ নং স্মারকমূলে মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য ১০১ (একশত এক) টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং রাজস্বখাতে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে ১,৭৩৭ (এক হাজার সাতশত সাঁইত্রিশ) টি পদসহ মোট ১,৮৩৮ (এক হাজার আটশত আটত্রিশ) টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।	পদ সৃজনের পরবর্তী কার্যক্রম জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
১৪.	কোন ধরণের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহিত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, গবেষণায় দেখা যায় যে প্রাকৃতিক মুক্তায় যেহেতু কোন ধরণের Post harvest treatment করা হয় না তাই খোলা অবস্থায় বাতাসের সংস্পর্শে এর উপরের Luster এবং Pearly Layer ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যায় কিন্তু উৎপাদিত মুক্তাকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (৪০° সে.), অতি উজ্জল আলো (১১০০০ Lux), নির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রবণে, সময় ব্যাপী	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই / মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

	বিলীন (Disappear) হয়ে যায় কেন, এর কারণ অনুসন্ধান।	treatment করে মুক্তার স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করা সম্ভব।		
১৫.	উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, ইতোমধ্যেই ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৭ বছর মেয়াদী ১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন গবেষণার পাশাপাশি ঝিনুকের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন, উৎপাদিত মুক্তার আকার বৃদ্ধিকরণ এবং রং প্রমিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে।	ডিপিপি অনুমোদিত হয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান এবং নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই / মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ন্যায় যে সকল নির্দেশনাসমূহ শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান-কে শতভাগ বাস্তবায়ন মর্মে জরুরি ভিত্তিতে প্রতিবেদন দিতে হবে। এরুপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে হবে।

৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ন্যায় যে সকল নির্দেশনাসমূহ শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে বাদ দেয়ার বিষয়ে প্রশাসন-২ অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরিচালকের সাথে পুনরায় যোগাযোগ করবেন।

৬। গত ০১/০৪/২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন:

ক্রঃনং	আলোচ্যসূচি	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবরণ	বাস্তবায়নে
১	দেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের অপার সম্ভাবনা বিবেচনায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসহ দেশের মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন।	বর্ণিত পদ সৃজনের পরবর্তী কার্যক্রম জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৯/১১/২০২২ খ্রি. ০৫.০০.০০০০.১৫৭.০১৫.০১.২০২০-২৯৮ নং স্মারকমূলে মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য ১০১ (একশতএক)টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং রাজস্বখাতে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে ১,৭৩৭ (এক হাজার সাতশত সাঁইত্রিশ) টি পদসহ মোট ১,৮৩৮ (এক হাজার আটশত আটত্রিশ) টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
২	পরিবেশবান্ধব ও উন্নত চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই ভিত্তিতে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও নির্মাণ এবং চিংড়ি চাষিকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।	ক) প্রান্তিক চিংড়ি চাষিকে এক অংক বিশিষ্ট সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডারের স্লুইসগেটসমূহ সংস্কার/পুনঃনির্মাণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, তথা পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়-কে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে। গ) জরুরী ভিত্তিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা আহবান করতে হবে।	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, (ক) চিংড়ি সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে চিংড়ি চাষিদের ঋণ প্রদানের শর্তসমূহ সহজীকরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ বাস্তবায়ন নীতিমালায় অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানানোর জন্য ১২/১১/২০১৯ তারিখে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি কোন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। গ) ২৮/০১/২০২০ তারিখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৩.	নিরাপদ মৎস্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, National Residue Control Plan (NRCP)-এর আওতা বৃদ্ধিকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান।	ক) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখার ১৩৬টি পদ সৃজনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্দিষ্ট হারে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ।	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৯/১১/২০২২ তারিখের ২৯৮ নং স্মারকমূলে মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য ১০১ (একশত এক) টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং রাজস্বখাতে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে ১,৭৩৭ (এক হাজার সাতশত সাঁইত্রিশ) টি পদসহ মোট ১,৮৩৮ (এক হাজার আটশত আটত্রিশ)টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। খ) অর্থ বিভাগের প্রবিধি-৩ অধিশাখা হতে ০১/০২/২০১৬ তারিখের ১০ নং স্মারকের পত্রে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৪.	টেকসইভিত্তিক জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ''ইলিশ উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন''।	ক) ইলিশ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য দরিদ্র জেলেদের সঞ্চয়ী করে তোলা ও আপদকালীন জীবিকা পরিচালনা এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের সহায়ক তহবিল গঠনের নিমিত্ত একটি বাড়ী, একটি খামার' প্রকল্পে অনুসৃত মডেলের অনুরুপ প্রাথমিকভাবে সরকারি অনুদানভিত্তিক "ইলিশ উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড" গঠনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় আরো পরীক্ষা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। খ) বিধিমালা প্রণয়ন করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • "ইলিশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল" শিরোনামের একটি আবর্তক তহবিল গঠন করা হয়েছে। • "আবর্তক তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা" এর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং "ট্রাষ্ট ফান্ড" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৫.	প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ির রেণু/পোনা আহরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চিংড়ি পোনা আহরণকারী দরিদ্র জেলেদের ভিজিএফ সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	ক) প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সাধারণত দরিদ্র জেলে পরিবারের সদস্যরাই জীবিকার জন্য চিংড়ির রেণু/পোনা আহরণ করে থাকে। এই সকল জেলে পরিবারকে উপকূলীয় এলাকায় ৬৫দিন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন প্রতিবছর ভিজিএফ সহায়তা প্রদান করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৬.	রুই জাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ এবং এ নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. দীর্ঘ অভয়াশ্রম স্থায়ীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, অর্থের সংকুলান ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়।	ক) মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা (Genetic purity) অক্ষুন্ন রাখতে হালদা নদীকেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মাননীয় মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, ওয়াসা এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমন্বয় করার পদক্ষেপ গ্রহণ।	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ০৩/১২/১৬ খ্রি. তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ২৩টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী Action Plan প্রস্তুত করা হয় এবং অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয় হতে ০১/০২/২০১৭ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। • হালদা নদীকে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত সার্বিক	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

		খ) হালদা নদী-কে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা হওয়ায় বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপনের বিষয়ে সভা আহবান করতে হবে।	কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদনক্রমে "বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ বাস্তবায়ন কমিটি" চট্টগ্রাম (২৯ সদস্য) ও খাগড়াছড়ি (২১ সদস্য) গঠন করা হয়েছে।	
৭.	মৎস্য খাদ্যে স্থানীয়ভাবে আমিষের উৎস বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ।	মাছের জন্য তৈরি খাদ্যের মূল্য ক্রয়সীমার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে, বিশেষত: মৎস্যখাদ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আমিষের উৎস বৃদ্ধির লক্ষ্যে সয়াবিন ও ভুট্টার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ। সভার আলোচনা মোতাবেক পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সয়াবিন রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৮.	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে মাছচাষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান।	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের নিমিত্ত পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে সদয় নির্দেশনা প্রদান।	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সমঝোতা স্মারকের প্রয়োজন নেই মর্মে বিষয়টি নথিভূক্ত করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৭। নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছেঃ

১.	সকল সরকারি ক্রয়ের দরপত্র ই-টেন্ডারিং ২০১৬ সালের মধ্যে করা যায় তা নিশ্চিতকরণ;
২.	২০০৯-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত দু'টি বার্ষিক প্রতিবেদনকে সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি;
৩.	মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়াতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ পরিচালনা;
৪.	গণভবনের লেক মুক্তা চাষের উপযোগী হলে সেখানে মুক্তার প্রদর্শনী চাষকরণ;
৫.	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ;
৬.	২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ যাতে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে তার জন্য সকলকে একসাথে কাজকরণ;
৭.	এ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইংয়ের জন্য একটি করে দুইটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজন;
৮.	১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে কাজ করা;
৯.	বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা;
১০.	দেশের জেলা শহরের পুকুর/ জলাশয়গুলো উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের শর্তাবলী প্রতিপালনসহ একটি যথাযথ দলিল প্রণয়ন করে স্বল্প মেয়াদে যথোপযুক্ত শর্ত আরোপসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতায় লিজ দিয়ে তাঁদের মাধ্যমে পুনঃখনন করে মৎস্য চাষ উপযোগী করে গড়ে তুলা;
১১.	সরকারি চিড়িয়াখানা, মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার একটি নিদির্ষ্ট পরিমান অংশ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ব্যয় করা;
১২.	মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখা;
১৩.	বাণিজ্যিক চাষের উদ্দেশ্যে মুক্তার আকার বড় করার ওপর গবেষণা জোরদার করা;
১৪.	ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তার চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এর উপর গবেষণা করা।

৮। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৮/৫/১৬

(ড. নাহিদ রশীদ)
সচিব